IEDCR

চিকুনগুনিয়া বুলেটিন

সংখ্যা ১৪ তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০১৭ রোববার

চিকুনগুনিয়া ভাইরাসের বাহক এডিস মশা

চিকুনগুনিয়া জ্বর মশা বাহিত ভাইরাস জনিত একটি রোগ। *Aedes aegypti* ও *Aedes albopictus* প্রজাতির স্ত্রী জাতীয় মশা দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।

এ মশা পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যায়। এডিস মশা লোকবসতির আশে পাশেই বসবাস করে এবং লোক চলাচলের সাথেই এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিস্তৃতি লাভ করে। এ দু প্রজাতির মশার শারীরিক বৈশিষ্ট্য, জীবন চক্র ও জীবন যাপন পদ্ধতি প্রায় একই রকমের। এরা মাঝারী আকৃতির মশা এবং গায়ের রং কালো। শরীরের বিভিন্ন অংশে সাদা সাদা দাগ আছে। *Aedes aegypti* এর মাথার পেছনে পিঠে (থোরাক্স)এ বীণার আকৃতির সাদা দাগ রয়েছে।

এডিস ইজিপ্টি

এডিস এলবোপিক্টাস

Aedes aegyptiঃ এ মশাকে শহর অঞ্চলে দেখা যায় বলে একে শহরের মশা বলা হয়। এরা প্লাস্টিক বা কাঁচের পাত্র, সিমেন্টের চৌবাচ্চা, টায়ার ইত্যাদি যে কোন ধরণের পাত্রের জমা পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। এ মশা শুধুমাত্র মানুষের রক্ত পান করে। এদের ঘরের ভিতরে অন্ধকার জায়গায় বিশ্রাম নিতে দেখা যায়। এরা জন্ম বা উৎপত্তিস্থল থেকে ১০০-৩০০ মিটার দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে।

Aedes albopictusঃ এ প্রজাতির মশা সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চল, বিশেষ করে যেখানে খোল জায়গা ও প্রচুর গাছপালা রয়েছে তেমন জায়গায় বেশী দেখা যায়। এ মশা আর্দ্রতা পছন্দ করে। এরা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক পাত্র - যেমন গাছের ফোকর, পাতার ভাঁজ (Leaf axil), কাটা বাঁশের খোলা অংশ, মাটির পাত্র ইত্যাদিতে জমে থাকা অল্প পরিষ্কার পানিতে ডিম পাড়ে। এ মশা মানুষ সহ পাখি, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণির রক্ত পান করে। এরা উৎপত্তিস্থল থেকে ৫০০ মিটার দূর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারে। এ মশাকে ঘরের ভেতরে ও বাইরে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় বিশ্রাম নিতে দেখা যায়।

Aedes aegypti ও *Aedes albopictus* এর জীবন চক্রে চারটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হল - ডিম, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণ বয়স্ক মশা। ডিম হতে পূর্ণ বয়স্ক মশা হতে ৬-৮ দিন সময় লাগে। পূর্ণ বয়স্ক মশা সাধারণতঃ ৭-১০ দিন বেঁচে থাকে। তবে বর্ষা কালে অনুকূল পরিবেশে এরা সর্বোচ্চ ২১ দিন বেঁচে থাকতে পারে। ভ্রূণ হবার পর এ মশার ডিম অনেক দিন (১-১.৫ বছর) পর্যন্ত শুকনো পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। পানি পেলে অনুকূল পরিবেশে ডিম ফুটে লার্ভা বের হয় ও জীবন চক্র পুরো করে।

ব্র্যাকের সচেতনতা কর্মসূচী

চিকুনগুনিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসায় সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক গত দুই মাস ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টি কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। এ যাবত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ও হালনাগাদ তথ্যের ভিত্তিতে চিকুনগুনিয়া জ্বরের লক্ষণ, চিকিৎসা ও প্রতিরোধের উপায় সম্বলিত বার্তা ও লিফলেট দেশজুড়ে কর্মরত ব্র্যাকের এক লাখেরও বেশি কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। পাশাপাশি সারা দেশে ব্র্যাকের ৪৫ হাজার ৪৯৮টি স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝেও লিফলেট বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আপডেট

৯ এপ্রিল থেকে ১৬ জুলাই ২০১৭ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আইইডিসিআর ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিত হওয়া চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ৭০৬ (সাত শত ছয়)। ঢাকার বাইরে বগুড়া ৮, দিনাজপুর ১, গোপালগঞ্জ ৯, হবিগঞ্জ ৩, লক্ষ্মীপুর ৩, নরসিংদী হতে ১৪ জন সম্ভাব্য রোগীর রিপোর্ট সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে পাওয়া গেছে। এদের সবাই ঢাকা থেকে যাওয়া ও বেশীর ভাগ পুরোনো রোগী।

আগামীকাল নরসিংদীতে জাতীয় কমিটির সফর

চিকুনগুনিয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সৈয়দ আবুল মকসুদের নেতৃত্বে জাতীয় চিকুনগুনিয়া পর্যবেক্ষণ কমিটির একটি দল আগামীকাল ১৭ জুলাই নরসিংদী সিভিল সার্জন কার্যালয়, জেলা হাসপাতাল ও সংলগ্ন এলাকায় বৈঠক ও গণসংযোগ করবেন। আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা ও নিপসমের প্রতিনিধিগণ সফর দলে থাকবেন।

বিএমএ'র কর্মসূচী

বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) আগামীকাল ১৭ জুলাই ঢাকার লালবাগ কেল্লার মোড় থেকে জনসচেতনতা কর্মসূচি ও ১৮ জুলাই দুপুর ১২টায় বিএমএ ভবনে সেমিনার করবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হটলাইন ১৬২৬৩ নম্বরে স্বাস্থ্য বাতায়নেচিকুনগুনিয়া বিষয়ে ২৪ ঘন্টা তথ্য পাবেন।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন- www.iedcr.gov.bdঅথবা হটলাইনঃ ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন